সমকাল

তারিখ 27 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা

সম্ভাব্য প্রশ্ন ফাঁসকারীদের তালিকা চূড়ান্ত

■ সমকাল প্রতিবেদক

আসন্ন 'জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট' (জেএসসি) ও 'জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় সম্ভাব্য প্রশ্ন ফাঁসকারীদের তালিকা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৈরি করেছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সচিবালয়ে বুধবার পরীক্ষা নকলমুক্ত, সুশৃঙ্খল ও সুন্দর পরিবেশে পরিচালনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলাবিষয়ক এক সভায় শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন।

আগামী ১ নভেম্বর জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা শুরু হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরীক্ষা শেষ হবে ১৭ নভেম্বর, এর ৩০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা হবে। তিনি বলেন, যারা এগুলোর (প্রশ্ন ফাঁস) সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে, হয়েছে বা হওয়ার আশঙ্কা আছে, তাদের সবার তালিকা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী করে ফেলেছে। সবার ওপর নজরদারি রয়েছে। কেউ ছাড় পাবে না।'

তিনি বলেন, 'ঢাকা শহরে আমাদের জোরদার ব্যবস্থা আছে। এটা আমরা সব জেলায়ও করতে পেরেছি। আশা করি কেউ এ ধরনের বিষয়ে (প্রশ্ন ফাঁস ও বিভ্রান্তি ছড়ানো) চেষ্টা করে সফল হতে পারবে না। হয়তো বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য নানারকম অপপ্রচার চালাবে, কিন্তু তারাও আইনের আওতায় আসবে এবং কঠোর শাস্তির মধ্যে পড়বে। বলা যায়, সম্ভাব্য প্রশ্ন ফাঁসকারীদের কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে, চিহ্নিত করে ফেলা হয়েছে। প্রায়ই তারা ধরা পড়ছে, ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মামলাও দেওয়া হয়েছে। এটা আরও জোরদার হবে এবং চলবে।' নুরুল ইসলাম

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

সম্ভাব্য প্রশ্ন ফাঁসকারীদের

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

নাহিদ বলেন, এর সঙ্গে যে কোচিং সেন্টারগুলো জড়িত, তারাও নজরদারির মধ্যে আছে। আমরা বিজি প্রেসকে এমন জায়গায় নিয়ে এসেছি, সেখান থেকে প্রশ্ন নিয়ে আসা খুব কঠিন। মুখস্থ করে নিয়ে আসতে চাইলে সেটাও এখন আর সম্ভব নয়।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সভায় জানিয়েছেন, প্রশ্ন ফাঁসকারীরা আসল প্রশ্ন ফাঁস করতে না পেরে ভুল প্রশ্ন প্রচার করেছে। ধরা পড়ার পর প্রশ্ন ফাঁসকারীরা জানিয়েছে, ওই প্রশ্নগুলোই তারা ৫ হাজার টাকা থেকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করেছে।' তিনি বলেন, কেউ কেউ প্রশ্ন ফাঁস করে অর্থ উপার্জন করতে চায়। আরেকটা হলো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমকে তারা প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়। শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষকদের সম্মান নষ্ট করছেন জানিয়ে তিনি বলেন, 'তাদেরও চিহ্নিত করা হয়েছে, ধরা হয়েছে। অনেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। আরও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এবার জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা সুষ্ঠু, নকলমুক্ত, প্রশ্ন ফাঁসমুক্ত পরিবেশে হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভায় শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন, অতিরিক্ত সচিব অরুণা বিশ্বাস, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশ, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি), বিজি প্রেসের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।